আমঝুপিতে দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম

মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছালে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টরা।

পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সেখানে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন।

এ সময় সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামান স্বাগত বক্তব্য দেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন ও সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম।

পরিদর্শনকালে ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন।

মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৩ নম্বর বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ক্লাব ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে যুবসমাজকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (প্যানেল চেয়ারম্যান) সোহরাব হোসেন।

এ সময় পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যরা, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও ওয়ার্ড পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাটসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “তরুণ সমাজকে মাদক, আসক্তি ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার চর্চা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

উপস্থিত শিক্ষক ও ক্লাব প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের এ জনকল্যাণমূলক ও তরুণবান্ধব উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]:
[redacted]

[redacted]

[redacted]

যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক দেওয়া এক পোস্টে বলেন, করোনার নতুন উপধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব বিষয় মানার কথাও বলা হয়েছে।

সেগুলো হচ্ছে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া। এ ছাড়া, জনসমাগম এড়িয়ে চলা এবং বাইরে বের হলে মাস্ক পরা। যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি আশপাশে থাকে, তবে তার থেকে অন্তত তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা। অপরিষ্কার হাত দিয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা।

হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু অথবা কনুই দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায়ও বলা হয়েছে, দেশের আন্তর্জাতিক প্রবেশপথগুলোতে থার্মাল স্ক্যানার ও ডিজিটাল থার্মোমিটারের মাধ্যমে আগত যাত্রীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই মজুদ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

গুরুতর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে যেতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে আইইডিসিআরের হটলাইনে (০১৪০১-১৯৬২৯৩) যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য রক্ষনাগার

২০০৪ সালে মেহেরপুরের নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে স্থাপিত ‘মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠানটি কাগজে

“মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও যেহেতু এখনো ইআইআইএন নম্বর আছে, মানে বোর্ডের অনুমোদন বাতিল হয়নি। তাই প্রতিষ্ঠানটিকে কাগজপত্রে এখনো বন্ধের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নেই।

এই কর্মকর্তা আরও জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এমপিওভুক্তির আমায়। কিন্তু দির্ঘদিনেও যখন তা হয় না, তখন অনেকেই হাল ছেড়ে দেন। অবার যথাযথ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা না করেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমন শিক্ষার্থী পায় না।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। অথচ মেহেরপুরের পাবলিক লাইব্রেরীতে পুরোদমে চলছিল বাচ্চাদের ক্লাস। ফলে তীব্র গরমের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বের হতে হচ্ছে ছোট্ট সোনামণিদের।

আরো পড়ুন: গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

অভিভাবকরা বলছেন,আমরা জানি ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ম্যাডামকে আমার জিগ্গেস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে কিনা তারা বলে ক্লাস চলমান থাকবে।

তারা আরো বলেন, তীব্র গরমের মধ্যেও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে ছেলে-মেয়েদের ক্লাস করাতে নিয়ে এসেছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের আসতে মানা না করাই আমরা সবাই এখানে এসেছি।

চলমান তাপপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিবেচনায় আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ছুটির দিনেও (রবিবার ও সোমবার) ক্লাস নিয়েছে মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরী।

মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর শিক্ষিকা রেশমা খাতুন বলেন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি আছে সেটা আমার জানা ছিল কিন্তু ঊর্ধ্বতন স্যারকে এই বিষয়ে জিগ্গেস করলে তিনি কিছু বলেন না তাই আমি ক্লাস নিচ্ছি।

মেহেরপুর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ আয়ুব হোসেনকে এই বিষয়ে জিগ্গেস করলে তিনি বলেন, আমি ছুটি দিয়ে দিছি কিন্তু তাও ক্লাস চলেছে।